নিউ অরলিন্সে বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

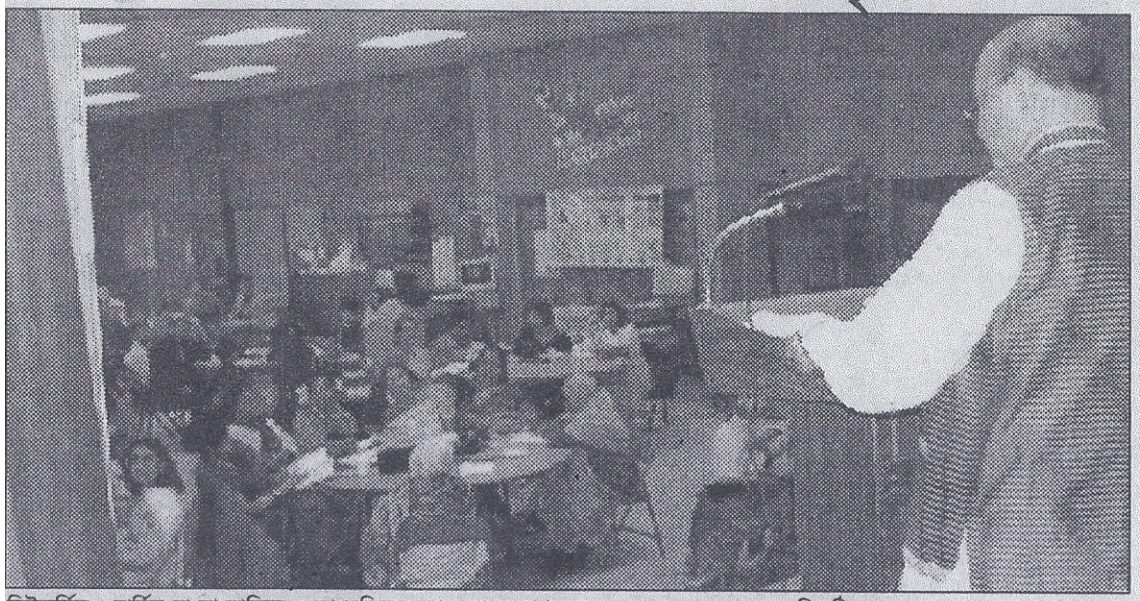

নিউঅর্লিন্স ঃ বার্ষিক বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় বক্তব্য রাখছেন ড. মোস্তফা সারোয়ার। ছবি- ঠিকানা।

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউ অরলিন্সে বিশেষ আগ্রহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এবারই প্রথম সকলের সহযোগিতা নিয়ে বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপনের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। অমর একুশে ফেব্রুয়ারি, মহান স্বাধীনতা দিবস, বাংলা নববর্ষ, রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী তথা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সামনে রেখে এ অনুষ্ঠান সাজানো হয়। বাংলাদেশের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক, বাংলা একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত ভয়েস অব আমেরিকার দিলারা হাশেম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন।

এছাড়াও ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্য থেকে এ প্রজন্মের অত্যন্ত জনপ্রিয়, প্রতিশ্রুতিশীল কণ্ঠশিল্পী পুনম আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন গান গাইতে। পাশাপাশি বাঙালি সংস্কৃতি ও কৃষ্টি নিয়ে ছিল স্থানীয় কবি, শিল্পী, শিশুশিল্পী, অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলীদের কবিতা, গান, নাচ, নাটক, ফ্যাশন শোসহ বিভিন্ন পরিবেশনা। আর এ উপলক্ষে প্রকাশ করা হয় কামরুন জিনিয়া সম্পাদিত 'আমি বাংলার গান গাই' নামে চমৎকার একটি স্যুভেনির।

দিনটি ছিল গত ৭ এপ্রিল, শনিবার সন্ধ্যা। কয়েকটি পর্বে ভাগ করা এ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা শুরু হয় উন্মুক্ত কবিতা পাঠের আসরের মাধ্যমে। কবিতা পাঠ করেন ডঃ মোস্তফা সারওয়ার, শামীম চৌধুরী, ডঃ আনসারী খান, ডঃ আবদুল মজিদ, ডঃ মুনীর আলী, ডঃ অমরেশ দাশ, প্রবীর ব্যানার্জী, ডঃ শায়লা খান, কামরুন জিনিয়া, বানী ভট্টাচার্য এবং তপুন, টুকু, কাজু সরকারসহ আরও অনেকে। কবিতা পাঠের পরিসমাপ্তি ঘটে দিলারা হাশেমের স্বরচিত ৩টি কবিতা পাঠের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল দেশের গান। মনরো থেকে আগত ডাঃ রেজাউল ইসলামের 'আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই' সবাইকে বিমোহিত করে। তানিয়া চ্যাটার্জির ভরাট গলায় গাওয়া অনবদ্য গানগুলো নিউ অরলিন্সবাসী ভুলবে না অনেকদিন।

তৃতীয় পর্বে ছিলো প্রধান অতিথি দিলারা হাশেমের শুভেচ্ছা বক্তব্য এবং লুইজিয়ানা বাঙালি ও সংস্কৃতিতে অনবদ্য অবদানের জন্য সম্মানসূচক প্ল্যাক প্রদান। অনুষ্ঠানের চতুর্থ পর্বে আমন্ত্রিত কণ্ঠশিল্পী এ প্রজন্মের পুনম একটির পর একটি বাংলা গান বিশেষ করে পুরনো দিনের বাংলা গান গেয়ে উপস্থিত দর্শকদের প্রাণঢালা ভালোবাসা অর্জন করে। অনুষ্ঠানের পঞ্চম পর্বে ডঃ শায়লা খানের একক অভিনয় 'ইতিহাস কাঁদে' উপস্থিত সুধীবৃন্দকে আবেগপ্রবণ করে তোলে।

অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার অন্যতম আয়োজক রিয়াজ ফেরদৌস শিবলীর কৃতজ্ঞতা ও সমাপনী বক্তব্য এবং আরও একবার পুনমের কণ্ঠে পুরনো দিনের কয়েকটি গানের মধ্য দিয়ে। মনোজ্ঞ এ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় স্থানীয় কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, আবৃত্তিকার ও কলা কুশলী ছাড়াও ডঃ সুলতান পারভেজ, ডঃ শামসুল হুদা, মুসা ও জিনাত রহমান, মিঃ ইরশাদ রহমান, মমিনুল ইসলাম, ডঃ ফিরোজা রহমান, ডঃ পার্থ ও মলি ভট্টাচার্য, গুলনাহার খান, রবাবা রাগিনী মুশতাক, মহিন ফয়সাল, জেবুন্নাহার রুনা, সাঈদ, মালা ও প্রণব মুখার্জী, শংকর ও মলি পান্ডে, দীপংকর গাঙ্গুলী, রাম ও ভারতী গোস্বামী, নর রায়, তুষার রায়, অমিত ঘোষ, জ্যোতি ও চম্পা চক্রবর্তী, মোহাম্মদ রাফি, সাবরিনা হোসেন ও তানভীর খানসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নিউ অরলিন্সে বাংলাদেশের অনারারী কনসাল জেনারেল

নিউঅর্লিন্স ঃ বার্ষিক বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় বক্তব্য উপস্থাপনায় ছিলেন কামরুন জিনিয়া। ছবি- ঠিকানা।

থমাস বি. কোলম্যান। সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন কামরুন জিনিয়া ও রিয়াজ ফেরদৌস শিবলী।